বাসনার কি ব্যাকুল আর্তি! এই সুলতাকে পেয়ে কবি যেমন আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে উঠেন, তেমনি তাকে পেয়ে হারানোর বেদনায় ও কবি কাতর হয়ে উঠেন বেশী। সুলতা বিহনে কবির জগত যেন তমসাবৃত। কবির ভাষায়-

সুলতা তেমনি আমার হৃদয়
উৎসব ভেঙ্গে যাওয়া নীরবতায়
বোবা বেদনায় কাদছে,
সুলতা তোমার অনুপস্থিতিতে
আজ আমার কবিতার প্রতিটি পংক্তি
আমার শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুবিন্দু।
(সুলতা একদিন তুমি ছিলে তাই)

এমনি করে সুলতাকে ঘিরে তার কাব্য-ভাবনা বাঙময়। সুলতাকে ছাড়া আর ও কিছু রোমান্টিক কবিতা আছে কাব্যগ্রন্থটিতে। এসব কবিতায় ব্যক্তির আবেগ প্রবল হলে ও মাঝে মাঝে তা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠে সার্বজনীনতা লাভ করেছে। আর এখানে কবি শফিকুল ইসলামের সফলতা। যেমন,

"যখন তোমার কথা ভাবি
মনে পড়ে অনন্ত মরুতে
পথ হারানো উদভ্রান্ত পথিকের আর্তচিৎকার
মূক দিগন্তে বারবার
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসা।
(যখন তোমার কথা ভাবি)

সুলতা সংক্রান্ত প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতাগুলো বাদে এ কাব্যগ্রন্থে আর ও কিছু কবিতা আছে। যেমন,

"হায় জীবন তুমি কেন হলে না
ছোট্ট একটি মিষ্টি সংগীতের মতো,
ছন্দোববদ্ধ একটি কবিতার মতো।
(হে জীবন একদিন তুমি ছিলে)

এছাড়া ও দু একটি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা ও রয়েছে। একটি কবিতার কিছু অংশ যেমন,

"আজ নব বসন্তে
পুষ্প-সৌরভ আমোদিত চারিদিক,
পাখীর গানে আর ভ্রমর গুঞ্জনে
কলরবমুখর।
(আজ নব বসন্তে)

কাব্যগ্রন্থটির নাম "তবু ও বৃষ্টি আসুক" যা সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। একটি মিষ্টি কবিতার মতই কাব্যিক। নামের সঙ্গে প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় যথেষ্ট মিল মিল রয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম কবিতার শিরোনামেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ। কবির আবেগী মন আছে, আছে শিল্পীত জীবনবোধ যা তার কাব্য প্রয়াসকে অনায়াসে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।